সততা, নিষ্ঠা ও ধৈর্যের এক জীবন্ত প্রতীক

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম

সততা, নিষ্ঠা ও
ধৈর্যের এক জীবন্ত প্রতীক

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম

www.pathagar.com

প্রকাশক

মো: আব্দুর রব

তাসনিয়া বই বিতান

৪৯১/১ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

ফোন : ০১৭১২০৪৩৫৪০

প্রকাশকাল

জুলাই : ২০০৮

রজব : ১৪২৯

শ্রাবণ : ১৪১৫

মূল্য : ১৫.০০ (পনের) টাকা মাত্র

মুদ্রণে

আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস

৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

ফোন : ৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২

SHATATA, NISHTHA O DHAIRJER EK JIBANTA PRATIK **MULANA MOTIUR RAHMAN NIZAMI,** Written by Prof. Mazharul Islam, Published By Md. Abdur Rab, 491/1 Bara Moghbazar, Dhaka.

Price : Taka 15.00 (Fifteen) Only.

www.pathagar.com

লিখক পরিচিতি

অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম শেরপুর জেলার শ্রীবরদী উপজেলার প্রাণকেন্দ্র শ্রীবরদী বাজারের উত্তর পার্শ্বে তাতিহাটি গ্রামে ১৯৪৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সী মফিজ উদ্দিন আহমদ এবং মাতার নাম আলহাজ্ব আলেছা খাতুন। তাঁর পিতা ছিলেন সহজ সরল, নিরীহ একজন ধর্মপরায়ণ মানুষ। তিনি এলাকার অনেকের ওস্তাদ ছিলেন। তিনি ছিলেন শ্রীবরদী আম-গোরস্থানের একজন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং ঈদগাহের আজীবন ইমাম।

জনাব মাযহারুল ইসলাম ১৯৬২ সালে শ্রীবরদী আকবরীয়া পাবলিক ইনস্টিটিউশন থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতপর জামালপুর আশেক মাহমুদ কলেজ থেকে ১৯৬৪ সালে ইন্টারমেডিয়েট এবং ১৯৬৬ সালে বি.এ পাস করেন এবং ১৯৬৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোবিজ্ঞান বিষয়ে এম. এ ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তীতে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে এম. এ ডিগ্রি অর্জন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি ঢাকাস্থ জামালপুর সমিতির সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

উল্লেখ্য, ১৯৬৮ সালে এম. এ পরীক্ষা শেষ করে নিজ এলাকায় ফিরে তিনি সর্বপ্রথম শ্রীবরবদীতে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন এবং বন্ধু-বান্ধব তথা শ্রীবরদীবাসী ও স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় ১৯৬৯ সালে উক্ত কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। কর্মজীবনে তিনি শ্রীবরদী কলেজ, মধুপুর ডিগ্রি কলেজ, ঘাটাইল ডিগ্রি কলেজ ও ঢাকার মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। অধ্যাপনা ছাড়াও তিনি কয়েক বছর দৈনিক সংগ্রামের সহ-সম্পাদক ছিলেন।

জনাব মাযহারুল ইসলাম ছাত্র জীবন থেকেই বিভিন্ন জনসেবামূলক ও সাহিত্য-সংস্কৃতির কাজে জড়িত আছেন। তিনি শ্রীবরদী পৌরসভায় নিজ গ্রাম তাতিহাটিতে ভাই-বোন মিলে পিতার এক বিঘা জমিতে ট্রাস্ট, মসজিদ, মাদরাসা ও পিতার নামে ইয়াতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেন। উল্লেখ্য, তার মাও উক্ত ইয়াতীমখানায় এক বিঘা জমি দান করেছেন। এছাড়া জনাব ইসলাম তাতিহাটি আইডিয়াল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন। উল্লেখ্য, তিনি বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ মসজিদ মিশন ও বাংলা একাডেমীর সদস্য। শ্রীবরদী সরকারী কলেজ ও শ্রীবরদী কামিল মাদরাসার গভর্নিং বডিরও তিনি সদস্য ছিলেন। বর্তমানে তিনি তাতিহাটি আইডিয়াল স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি, আল-ইসলাম ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ও মুন্সি মফিজ উদ্দিন ইয়াতীমখানার উপদেষ্টা।

তিনি কয়েকটি বই রচনা করেছেন এবং সৌদি আরব, পাকিস্তান, ভারত, যুক্তরাজ্য, ইটালী, ফ্রান্স, জার্মানী ও ইরাক সফর করেছেন।

– প্রকাশক

www.pathagar.com

লিখকের নিবেদন

কেউ কেউ আমাকে বলেছেন যে, জীবদ্দশায় কারো জীবনী লিখা উচিত নয়। কেউ কেউ বলেছেন এতে কোন দোষ নেই। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, অনেকের জীবনীই তো তাদের জীবদ্দশাতেই লিখা হয়েছে এবং বাজারে বিক্রিও হচ্ছে। এ সব কথা মনে রেখেই আমি মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর মত আন্তর্জাতিকভাবে সুপরিচিত বিশিষ্ট একজন ইসলামী ব্যক্তিত্বের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখেছি।

দীর্ঘদিন খুব কাছে থেকে তাঁকে দেখার সুযোগ পেয়েছি। কাছে থেকে যা দেখেছি তাই লিখার চেষ্টা করেছি।

প্রথমে ভেবেছিলাম, পুস্তিকাটির ওপর যার জীবনী লিখেছি তাঁর ছবি দেবো। কিন্তু বেশীর ভাগ সম্মানীত আলিমগণ আমাকে বলেছেন যে, মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে দেশ-বিদেশের অনেকেই চিনে। আর ছবি প্রদর্শন করা কোরান এবং হাদিসে নিষেধ। তাই অনেকের চাহিদা থাকা সত্বেও তাঁর ছবি দেয়া থেকে বিরত থাকলাম।

উল্লেখ্য কোন মানুষই দোষক্রটি মুক্ত নয়। কিন্তু আমি শুধু ইতিবাচক দিকগুলো নিয়ে লিখার চেষ্টা করেছি। এর পরেও আমার কোন ভুল হয়ে থাকলে দয়া করে জানালে বাধিত হবো এবং তা পরবর্তীতে সংশোধন করে নেবো ইনশাআল্লাহ।

বিনীত

– লিখক

www.pathagar.com

www.pathagar.com

"১৯৯১ সালের মে মাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন ভাইস চ্যান্সেলর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে ডাকলেন এক মতবিনিময় অনুষ্ঠানে। নবনির্বাচিত এমপি জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল যোগদান করলেন। সভা শুরু হয়েছে মাত্র। হঠাৎ চারদিক থেকে সেক্যুলার ও বামপন্থী সন্ত্রাসী বাহিনীর আক্রমণ। মাথা ফেটে গেল। শ্মশ্রুমণ্ডিত নূরানী মুখমণ্ডল রক্তে লাল হয়ে গেল। শুভ্র সফেদ পাঞ্জাবী-পাজামা রক্তে রঞ্জিত, রক্তাক্ত সারা শরীর। বিন্দুমাত্র ভীতি নেই চোখে মুখে। শাহাদাতের পেয়ালা পানের জন্য প্রস্তুত তিনি। বেহুঁশ হয়ে পড়ে রইলেন। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন, হে আল্লাহ, তুমি শাহাদাত কবুল করো। এদের সামনে আমাকে দুর্বল করো না।"

হ্যাঁ, আমি- এ ভূখণ্ডে ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম স্থপতি, ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম নেতা, প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও লিখক এবং বিশিষ্ট পার্লামেন্টারিয়ান জনাব নিজামীর কথাই বলছি।

যিনি অযথা গল্প করে সময় ব্যয় করেন না, সময় পেলেই যিনি বই পড়ায় মনোনিবেশ করেন, পত্রিকা পাঠ যার নিত্য-নৈমিত্তিক অভ্যাস, মুসলিম উম্মাহ তথা ইসলামী আন্দোলনের বর্তমান ভবিষ্যৎ নিয়ে যিনি আন্তরিকভাবে চিন্তা করেন, রাজনৈতিক আন্দোলন, ইসলামী আন্দোলন, সামাজিক কি পারিবারিক যে কোন পরিবেশে দুঃসহ কঠিন মুহূর্তগুলোতে যিনি থাকেন অবিচলিত, সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা মাথায় ধীরে সুস্থে যিনি সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেন, চরম প্রতিকূলতার মধ্যেও যাকে দেখা যায় পরম ধৈর্যশীল এবং যিনি ছাত্রজীবন থেকে আল্লাহর দ্বীন এ সমাজে কায়েম করার জন্য নিজকে ওয়াকফ করে দিয়েছেন, কিশোর বয়স থেকেই রাজনীতি তথা ইসলামী আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়ে নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে এ পর্যন্ত এসেছেন, তিনি হলেন মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী।

আমি তাঁকে দেখেছি ঢাকাস্থ বাংলার দুয়ারে এক ছোট্ট বাসায় কঠিন অবস্থার মধ্যে দিন যাপন করতে। সে বাসায় যাওয়ার কোন পথও ছিল না, ড্রেনের উপর দিয়ে কোন রকমে বাসায় যেতে হতো। আমি তাঁকে দেখেছি- আজিমপুরে এক বাসায় থাকতে যেখানে কোন মেহমান গেলে বারান্দায় বসতে হতো। আমি তাঁকে দেখেছি মগবাজার অফিস থেকে আজিমপুর

www.pathagar.com

বাসায় রিক্সায় চড়ে যেতে। আমি দেখেছি তাঁর সততা তার আমানতদারী ও সহজ সরল জীবন যাপন পদ্ধতি। সৌদি আরবে মাসাধিককাল তার সাথে সফর করে দেখেছি তিনি কত কষ্টসহিষ্ণু। অন্যদিকে ইবাদাত বন্দেগীতেও তিনি আমাদের জন্য প্রেরণার উৎস।

চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর যাবত তাকে আমি জানি ও চিনি। ত্রিশ-বত্রিশ বছর যাবত একসাথে কাজ করছি। খুব কাছে থেকে তাঁকে দেখার সুযোগ পেয়েছি। কোনদিন কোন সহকর্মীকে এমনকি কোন পিয়নকেও রাগ করে কথা বলতে দেখিনি। ১৯৯২ সালে পবিত্র রমযান মাসের মধ্যরাতে সাবেক আমীরে জামায়াত তথা বিশ্ববরেণ্য ইসলামী আন্দোলনের নেতা অধ্যাপক গোলাম আযমকে যখন গ্রেফতার করে জেলে নিয়ে যাওয়া হয়, সেদিন হাজার হাজার জামায়াত কর্মী এই গ্রেফতারী ঠেকাতে পথে শুয়ে পড়ে। তাদের কান্নায় আকাশ ভারী হয়ে উঠে। এমনি এক অসহনীয় কঠিন পরিস্থিতিতে তদানীন্তন সেক্রেটারী জেনারেল বর্তমান আমীরে জামায়াত জনাব নিজামী কিভাবে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে একদিকে সেজদায় অবনত হয়ে মহান আল্লাহর দরবারে চোখের পানিতে ধর্না দিয়েছেন অন্যদিকে জনতাকে বলিষ্ঠতা ও ঐকান্তিকতার সাথে সামাল দিয়েছেন তা তার আদর্শ ও যোগ্য নেতৃত্বের কথাই মনে করিয়ে দেয়। ছোট বড় অনেক শিক্ষণীয় ঘটনাই আমার জানা আছে যা এই ছোট কলেবরে লিখা সম্ভব নয়।

১৯৮৬ সালে মক্কায় আরাফাত থেকে পায়ে হেঁটে আমরা মুজদালিফায় যাচ্ছিলাম। মুজদালিফায় পৌছার পূর্বক্ষণে এক যুবক বেহুঁশ হয়ে পড়ে। তাঁকে যেভাবে সেবা শুশ্রূষা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয় এবং দূর বিদেশে জনতার বিরাট দলকে জনাব নিজামী যেভাবে সামাল দিয়েছেন, আজও তা আমার মানসপটে ভাসে।

একত্রে রমি করতে গিয়ে ফেরার সময় ভিড়ের চাপে আমি হঠাৎ মাটিতে পড়ে যাই, সেই মুহূর্তে শ্রদ্ধেয় নিজামী ভাইকে আমি জাপ্‌টে ধরেছিলাম। সেদিন সেই বিরাট ভিড়ের মধ্য থেকে কিভাবে আমাকে টেনে বের করে এনেছিলেন তা ভাবলে আজও মন শিউরে উঠে।

আমরা মদীনায় যাওয়ার পর তাঁকে দেখেছি রাওজাতুম্‌মির রিয়াজিল জান্নাহ [রাসূল (সা.)-এর কবর ও মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থান] ও আস-সুফ্‌ফায় বসে

www.pathagar.com

ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রত্যহ কালামে পাক তিলাওয়াত করতে এবং কুরআন খতম করতে।

তাঁর অতুলনীয় সততা, আমানতদারী, পাহাড়সম ধৈর্য, মমত্ববোধ ও সহমর্মিতা, কষ্টসহিষ্ণুতা, সাংগঠনিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা এবং জ্ঞানের গভীরতা আমার সামনে বাস্তবভাবে পরিদৃষ্ট হয়ে সকলের জন্য শিক্ষণীয় হয়ে আছে। এমন নির্লোভ, নির্মোহ এবং নিরহংকার ব্যক্তি সমাজে কমই খোঁজে পাওয়া যায়।

তিনি নিয়মিত প্রত্যেক রমযানের শেষে ইতেকাফ করেন। অফিস থেকে এক গার্ডকে আমরা পাহারায় রাখতাম। সেই গার্ড একদিন আমাকে বললো, নিজামী স্যার শুধু রাজনৈতিক নেতা নন, তিনি গভীর রাত্রে একা একা বসে কিভাবে ইবাদাত বন্দেগী করেন তা চোখে না দেখলে বুঝা যাবে না। এমনি আরো বহু ঘটনা জানা আছে আমার। জনসভার বক্তৃতায়, সেমিনারে, আলোচনা সভায়, টেবিল টকে সর্ব পর্যায়ে তাঁর পরিমিত, মার্জিত, পরিশোধিত ও যুক্তিনির্ভর বক্তব্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমি সহ অনেকেই তাঁর সাথে রমযানের শেষ দশদিন বহুবার ইতেকাফ করেছি। আমরা লক্ষ্য করেছি ইবাদাত-বন্দেগীতে তাঁর একাগ্রতা ও গভীরতা। শুধু ইবাদাত বন্দেগী নয়, তাঁর জীবনের প্রতিটি কর্মই পরিচ্ছন্ন এবং ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য অনুসরণীয় এবং অনুকরণীয়। মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী একজন প্রখ্যাত আলেম, ইসলামী চিন্তাবিদ, সংগঠক, একজন সুবক্তা, দক্ষ পার্লামেন্টারিয়ান, লিখক, আল্লাহর পথে এক নিবেদিত প্রাণ ও সংগ্রামী নেতা। যে কোন কঠিন সংকটমুহূর্তেও তিনি ঠাণ্ডা মাথায় সুচিন্তিত ও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে চেষ্টা করেন, অন্যদিকে মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তায়ালার কাছে সেজদায় অবনত হয়ে কায়মনোবাক্যে তার সাহায্য প্রার্থনা করে থাকেন।

জন্ম, শৈশব ও শিক্ষা

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ১৯৪৩ সালের ৩১শে মার্চ পাবনা জিলায় সাঁথিয়া উপজিলার মনমথপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা লুৎফর রহমান খান (মরহুম) এবং মাতা মোমেনা খাতুনও (মরহুমা) ধর্মভীরু ছিলেন। ফলে বাল্যকাল থেকেই মাওলানা নিজামী ইসলামের শিক্ষা ও

www.pathagar.com

আদর্শ অনুযায়ী গড়ে ওঠেন। নিজগ্রাম মনমথপুর প্রাইমারী স্কুলে তাঁর লেখা-পড়ার সূচনা হয়। এরপর তিনি সাঁথিয়ার বোয়াইলমারী মাদরাসায় ভর্তি হন। অল্প বয়সেই মাওলানা নিজামীর মধ্যে লুকায়িত নেতৃত্বের গুণাবলী শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রখর মেধার অধিকারী নিজামী বরাবরই বিভিন্ন পরীক্ষায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। ১৯৫৫ সালে তিনি দাখিল পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৫৯ সালে পাবনার শিবপুর ত্বহা সিনিয়র মাদরাসা থেকে ১ম বিভাগে তদানীন্ত সমগ্র মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডে ষোলতম স্থান অধিকার করে আলিম পরীক্ষায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। ১৯৬১ সালে একই মাদরাসা থেকে ফাজিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

শিবপুর ত্বহা সিনিয়র মাদরাসায় ফাজিল ক্লাসে অধ্যয়ন করার সময় জনাব নিজামী বেশ কিছু উদ্যোগী ও মেধাবী ছাত্র নিয়ে একটি সংগঠন কায়েম করেন। তাঁর নেতৃত্বে সংগঠিত এই সংগঠনের মাধ্যমে তিনি ছাত্রদের মেধা ও প্রতিভার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। মানুষের ও সমাজের কল্যাণে সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা মাওলানা নিজামী ছাত্রাবস্থায়ই বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর এই দূরদর্শী চিন্তা-ভাবনাই পরবর্তীতে তাঁকে ইসলামী আন্দোলনের দিকে টেনে আনে।

এরপর মাদরাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জনের জন্য তিনি তৎকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ দ্বীনিশিক্ষা কেন্দ্র 'ঢাকা আলিয়া মাদরাসা'য় ভর্তি হন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে মেধাবী ছাত্র নিজামী মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকদের মাঝে সুপরিচিত হয়ে ওঠেন। এ মাদরাসায় অধ্যয়নকালেই তিনি ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের একক সংগঠন ইসলামী ছাত্রসংঘের সংস্পর্শে আসেন। ছাত্রসংঘের আকর্ষণীয় কর্মসূচি তাঁকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করে। তিনি একনিষ্ঠভাবে এ সংগঠনের মাধ্যমে নিজকে আল্লাহর দ্বীনের কাজে সঁপে দেন।

একদিকে লেখাপড়া অন্যদিকে সাংগঠনিক কার্যক্রম- উভয় দিকেই তিনি সাফল্য অর্জন করেন। ১৯৬৩ সালে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে কামিল পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ১৯৬৭ সালে বি, এ পাস করেন।

www.pathagar.com

ইসলামী ছাত্র আন্দোলনে অবদান

মাওলানা নিজামী ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের সময় থেকে ছাত্র আন্দোলনের সাথে জড়িত। ১৯৬১ সালে ইসলামী ছাত্রসংঘের দাওয়াতে সাড়া দিয়ে তিনি এই সংগঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে থাকেন। ঐ সময় মাদরাসা ছাত্ররা তাদের দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য আন্দোলন করছিল। ১৯৬২-'৬৩ সালে এ-আন্দোলন ব্যাপক রূপ লাভ করে। কামিল শেষ বর্ষের ছাত্র মাওলানা নিজামী মাদরাসার ছাত্র হিসেবে মাদরাসার ছাত্রদের ন্যায্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলনের নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও মাদরাসার ছাত্রদের সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ দানের দাবিতে উক্ত আন্দোলন তুমুল আকার ধারণ করে এবং এর রেশ ছড়িয়ে পড়ে দেশব্যাপী। স্থানীয়ভাবে মিছিল, সমাবেশের পাশাপাশি ঢাকায় বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সারাদেশ থেকে ঢাকায় ছাত্রদের ঢল নামে। এদেশের মানুষের প্রাণের দাবি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবিতে লাখো ছাত্র-জনতা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সমবেত হয়। ঐদিন ছাত্র-জনতা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জুম'আর নামায আদায় করে। নামাযের জামাত এতো বিশাল আকার ধারণ করে যে, পরদিন শীর্ষস্থানীয় জাতীয় দৈনিকে এ ছবি ফলাও করে প্রচার করা হয়। ফলে ইসলাম প্রিয় জনতার মাঝে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। এ-আন্দোলন এত প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে যে, রাজপথে মিছিল চলাকালে রেডিওতে "ছাত্রদের সকল দাবি মেনে নেয়া হয়েছে" বলে ঘোষণা হয়। এই ঐতিহাসিক সফল আন্দোলনের মূল নেতৃত্বে ছিলেন মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী।

১৯৬৩-৬৪ সালে ইসলামী ছাত্রসংঘের সাংগঠনিক ভিত্তি আরো মজবুত হয়ে ওঠে। ছাত্রসংঘের কার্যক্রম সাধারণ ছাত্রদের মাঝে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তদানীন্তন আইয়ুব সরকার এ সময় ছাত্রসংঘের উপর কড়া নজর রাখতে শুরু করে। ইসলামী আন্দোলনকে স্তব্ধ করার লক্ষ্যে সরকার ১৯৬৪ সালের ৬ই জানুয়ারি বৃহত্তর ইসলামী আন্দোলন জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা সরকারী ষড়যন্ত্র ও দমননীতির কাছে মাথানত না করে COP, PDM, DAC-এর মাধ্যমে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে থাকে।

www.pathagar.com

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ১৯৬২-৬৬ সাল পর্যন্ত ইসলামী ছাত্রসংঘের কেন্দ্রীয় অফিস সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ১৯৬৬ সালে মাওলানা নিজামীর উপর পূর্ব পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতির দায়িত্ব অর্পিত হয়। ১৯৬৬-৬৭, ১৯৬৭-৬৮, ১৯৬৮-৬৯ পরপর ৩ বছর তিনি এই দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি নিখিল পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের কেন্দ্রীয় সভাপতি নির্বাচিত হন এবং পর পর ২ বছর তিনি এ দায়িত্বে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে তার দায়িত্বের মেয়াদ শেষ হয়।

উল্লেখ্য ১৯৬৬ সালের ১ম দিকে মাওলানা নিজামী তদানীন্তন ইকবাল হলের বর্তমান সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের আবাসিক ছাত্র ছিলেন। বর্তমান আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য জনাব তোফায়েল আহমদও একই সময় আবাসিক ছাত্র ও হল সভাপতি ছিলেন। পরবর্তীতে জনাব তোফায়েল আহমদ ডাকসুর সভাপতি নির্বাচিত হন। আমিও (লেখক) সে সময় তদানীন্তন ইকবাল হল বর্তমানে সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের আবাসিক ছাত্র ছিলাম। সকালে হল ক্যাফেটেরিয়াতে নাস্তা খেতে গেলেই ইসলামী ছাত্র সংঘের দাওয়াতী আহ্বান আমাদের চোখে পড়তো। তখন নিউজ প্রিন্টের কাগজে, কখনো বা সাদা কাগজে সুন্দর হাতের লেখায় ইসলামী ছাত্র সংঘের দাওয়াত সম্বলিত পোষ্টার টাঙ্গানো থাকতো। সে সময় হল ইউনিট ছাত্র সংঘের সভাপতি ছিলেন জনাব সগির উদ্দিন (মরহুম)। ১৯৬৬-৬৭ সালে হল ইউনিটের নির্বাচনে ছাত্র সংঘ মাত্র তিনটি পদে নির্বাচন করেছিল। ছাত্র সংঘের ঐ তিনটি পদে ভোট দেয়ার পর আমি সভাপতি হিসেবে ভোট দিয়েছিলাম জনাব তোফায়েল আহমদকে এবং অন্যান্য ভোটগুলো বেছে বেছে দিয়েছিলাম। পরবর্তীতে ডাকসু নির্বাচনেও জনাব তোফায়েল আহমদকে ভি.পি পদে ভোট দিয়েছিলাম। সে সময় আমাদের হলের প্রভোষ্ট ছিলেন প্রফেসর আজিজুল হক এবং হাউজ টিউটর ছিলেন প্রফেসর ইয়াজ উদ্দিন আহম্মদ (বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য প্রেসিডেন্ট) এবং প্রফেসর মহব্বত আলী। (শুনেছি তিনি ইন্তেকাল করেছেন, ইন্নালিল্লাহে .... রাজিউন) ।

www.pathagar.com

উল্লেখ্য জনাব তোফায়েল আহমদ মাঝে মধ্যে আমার রুমে আসতেন, বসে কথা বলতেন। তার বক্তৃতা, ভদ্রতা, এবং নেতৃত্ব আমাকে আকৃষ্ট করতো। সে সময় থেকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি এবং ছাত্রনেতা হিসাবে তার প্রতি আমার একটা শ্রদ্ধাবোধ মনের গহনে জাগরূক হয়ে আছে। সে সময় নিজ চোখে দেখেছি, ছাত্র সংঘের ছেলেদের হাতে লেখা পোষ্টারগুলো সাধারণ ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। ছাত্র সংঘ যে "ছাত্রদের চরিত্র গঠনের এবং আদর্শ মানুষ গড়ার একটা আঙ্গিনা" তখন থেকেই তা জানতে ও বুঝতে পারি। আমাদের মতো গ্রাম-গঞ্জ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসা ছাত্র বা ছাত্রীরা স্বাভাবিকভাবেই তাদের সু-শৃঙ্খল চলাফেরা ও বিনয়ী এবং জ্ঞানগর্ভ কথাবার্তায় ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হতো। আর তখন থেকেই এই ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের সুযোগ্য নেতৃত্ব দিয়েছেন মাওলানা নিজামী।

তখনকার সমসাময়িক ছাত্র নেতৃবৃন্দ ভাল করেই জানেন যে, মাওলানা নিজামী কত ভদ্র, অমায়িক এবং সৎ ও সহজ-সরলভাবে জীবন যাপন করেছেন।

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর নেতৃত্বে পরিচালিত শিক্ষা আন্দোলন বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতিতে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। ১৯৬৭-৬৮ সালে ছাত্রদের উদ্যোগে শিক্ষাসপ্তাহ পালিত হয়। এ-উপলক্ষে "শিক্ষাসমস্যা-শিক্ষা সংকট" ও "শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন" সংক্রান্ত দু'টি পুস্তিকা বের হয়। নিজামীর নেতৃত্বাধীন গঠনমূলক এ আন্দোলন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছাত্রসংঘ শিক্ষা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করায় ছাত্র-জনতার কাছে ক্রমে আরও প্রিয় সংগঠনে পরিণত হতে থাকে। মাওলানা নিজামী দেশব্যাপী সুপরিচিত হয়ে উঠেন একজন যোগ্য ও আদর্শ ছাত্র নেতা হিসেবে।

উল্লেখ্য যে, আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন চলাকালে ছাত্র ইউনিয়নের জনাব আসাদ নিহত হয়। আদর্শিক মিল না থাকা সত্ত্বেও মাওলানা নিজামী মরহুম আসাদের জানাযায় উপস্থিত হন। ছাত্রনেতৃবৃন্দ তাঁকে ইমামতি করার অনুরাধ জানালে তিনি জানাজায় ইমামতি করেন। এ থেকে বোঝা যায় রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলেও ব্যক্তিগতভাবে মাওলানা নিজামী ছাত্রনেতা হিসেবে সকলের নিকট সম্মানের পাত্র ছিলেন।

www.pathagar.com

কর্মজীবন

ছাত্রজীবন শেষে মাওলানা নিজামী ঢাকায় একটি ইসলামী রিসার্চ একাডেমীতে গবেষণার কাজে যোগদান করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি কয়েক বছর সাহিত্য ও সাংবাদিকতার কাজে নিজেকে যুক্ত রাখেন। কিন্তু সারা জীবনের লালিত সাধনা আল্লাহর দ্বীন কায়েমের স্বপ্ন তাঁকে উদ্বেল করে তোলে। তাই তিনি সাংবাদিকতা ছেড়ে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের বাস্তব সংগ্রামে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন এবং ইসলামী আন্দোলনের সার্বক্ষণিক কাজে নিজেকে ওয়াকফ করে দেন।

বৃহত্তর ইসলামী আন্দোলনে যোগদান

১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে তিনি জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন এবং ব্যক্তিগতভাবে অধ্যয়ন, লেখালেখি, গবেষণা ও ইসলামের দাওয়াতী কাজে নিজকে নিয়োজিত রাখেন। পরবর্তীতে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর পর্যায়ক্রমে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ঢাকা মহানগরী শাখার আমীর ও কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য হিসেবে ১৯৭৯-১৯৮২ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৩ সালে তিনি সংগঠনের এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী জেনারেল মনোনীত হন এবং ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত এ দায়িত্বে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৯৮৮ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত একটানা ১২ বছর জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এর সেক্রেটারী জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০০ সালের ১৯শে নভেম্বর তিনি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর নির্বাচিত হন। ২০০১-২০০৩ সেশনে ও ২০০৪-২০০৬ সেশনে আমীরের দায়িত্ব পালনের পর ২০০৭-২০০৯ সেশনের জন্য তিনি পুনরায় আমীর নির্বাচিত হন।

গণ-আন্দোলনে মাওলানা নিজামী

মাওলানা নিজামী বরাবরই গণতান্ত্রিক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন। ৬০-এর দশকে স্বৈরাচারী আইয়ুব শাহীর বিরুদ্ধে রাজনীতি ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং ১৯৬৯ সালে আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে এ আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয় ও আইয়ুব শাহীর পতন হয়।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের প্রতিটি গণআন্দোলনে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৯৮২-৯০ সাল পর্যন্ত তদানীন্তন স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে যে প্রচণ্ড গণআন্দোলন গড়ে ওঠে তাতে তিনি বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেন। ফলে একাধিকবার তিনি স্বৈরশাসকের আক্রোশের শিকার হন। তাঁর সাহসী নেতৃত্বের কারণে স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড গণপ্রতিরোধ গড়ে ওঠে এবং ১৯৯০ সালে জাতি অপশাসনের হাত থেকে মুক্তি লাভ করে। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রদত্ত ফর্মূলা অনুযায়ী নির্দলীয় সরকারের অধীনে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচন বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে প্রশংসিত হয়। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের এই ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে কেয়ারটেকার সরকারের বিধান সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এর সংসদীয় দলের নেতা হিসেবে সংসদে তিনি বিল উত্থাপন করেন। পরবর্তীতে সংসদের ভেতরে ও বাইরে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কারণে কেয়ারটেকার সরকারের বিধান সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৯৬ সালে নির্বাচিত আওয়ামী সরকারের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর সংগ্রামী ভূমিকা জাতির মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার করে। পরবর্তীতে বিএনপিসহ চারদলীয় ঐক্যজোট গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং চারদলীয় ঐক্যজোটের অন্যতম শীর্ষ নেতা হিসেবে তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে বিভিন্ন রোড মার্চে নেতৃত্ব দেন এবং দেশের আনাচে-কানাচে সফর করেন।

তাঁর অব্যাহত প্রচেষ্টায় দেশের ইসলামী ও জাতীয়তাবাদী শক্তিসমূহ ঐক্যবদ্ধ হয়। ইসলাম ও মুসলিমদের ঈমান–আকিদা ধ্বংস, পৌত্তলিকতার প্রচলন, মাদরাসা শিক্ষা বন্ধের চক্রান্ত, কুখ্যাত জননিরাপত্তা আইনের ছদ্মাবরণে বিরোধী দল দমন, স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও দেশের অখণ্ডতা বিরোধী পার্বত্য কালোচুক্তি, গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তির নামে প্রহসন সর্বোপরি জাতি ধ্বংসের বহুমুখী অপতৎপরতার বিরুদ্ধে মাওলানা নিজামীর ভূমিকা অবিস্মরণীয়।

www.pathagar.com

জাতীয় সংসদে মাওলানা নিজামী

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ১৯৯১ সালে পাবনা-১ (সাঁথিয়া-বেড়া) নির্বাচনী এলাকা থেকে ৫ম জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। ২০০১ সালে তিনি পুনরায় একই এলাকা থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। জাতীয় সংসদে গঠনমূলক ও ভারসাম্যপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য তিনি বাংলাদেশের সংসদীয় রাজনীতিতে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। বিভিন্ন ইস্যুতে জাতীয় সংসদে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর যুক্তি ও তথ্য ভিত্তিক বক্তব্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি একজন দক্ষ পার্লামেন্টারিয়ান হিসেবে দেশবাসীর নিকট খ্যাতি লাভ করেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইস্যুতে তিনি পার্লামেন্টে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেন। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত তথ্য, যুক্তি ও সময়োপযোগী বক্তব্য পার্লামেন্টে সকলের সমর্থন লাভ করে। এ সময় তিনি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সংসদীয় দলনেতার দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৯১ সাল থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত জাতীয় সংসদে জামায়াতের সংসদীয় দলের নেতা হিসেবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। জাতীয় সংসদের সদস্য থাকাকালে তিনি কার্য উপদেষ্টা কমিটি, প্রিভিলেজ কমিটি, পিটিশন কমিটি এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কার্যক্রম কমিটির সদস্য হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। উল্লেখ্য তিনি ২০০১ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ দলীয় প্রার্থী প্রতিমন্ত্রী আবু সাইয়িদকে বিপুল ভোটে পরাজিত করে দ্বিতীয়বার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ২০০১ সালের ১০ অক্টোবর থেকে ২০০৩ সালের ২২ মে পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত সফলতার সাথে কৃষিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং ২০০৩ সালের ২৫ মে থেকে তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী হিসেবে দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

মন্ত্রী হিসেবে অবদান

২০০১ সালে দেশের জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে চারদলীয় জোট সরকার গঠন করে। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে জনগণ ব্যাপকহারে অংশগ্রহণ করে চারদলীয় জোটকে দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি আসনে বিজয়ী করে সরকার গঠনের সুযোগ করে দেয়। জোটের অন্যতম শরীক দল

www.pathagar.com

হিসেবে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ দুটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব লাভ করে। জামায়াতের আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর ওপর কৃষি মন্ত্রণালয় এবং সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদের উপর সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব অর্পিত হয়। জামায়াতের শীর্ষস্থানীয় এই দুইজন নেতা সততা এবং দক্ষতার সাথে তাদের মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব পালনরত ব্যক্তিবর্গ ভাল করেই জানেন তারা কতটা সৎ, নির্মোহ এবং নির্লোভ ছিলেন এবং মন্ত্রণালয়ে নতুন হলেও কত দক্ষভাবে তারা তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন।

কৃষি মন্ত্রণালয়ে অবদান

বাংলাদেশ উন্নয়নশীল বিশ্বের একটি কৃষি প্রধান দেশ। এদেশের শতকরা পচাশি জন লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। তাই মাওলানা নিজামী কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিয়েই কৃষকদের ভাগ্যোন্নয়নে মনযোগী হন। ফসলের ন্যায্য পাওনা, উন্নত বীজ, সার, কীটনাশকসহ যাবতীয় কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতার ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব দেন। তাদের যাবতীয় সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং এর সুষ্ঠু সমাধানকল্পে কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে তিনি মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক সফরের মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী, বিজ্ঞানী ও কৃষকদের মাঝে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন। মাওলানা নিজামী কৃষি মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব পালনকালে 'চাষীর বাড়ি বাগান বাড়ি' শ্লোগানকে দেশব্যাপী জনপ্রিয় শ্লোগানে পরিণত করেন। তাঁর একান্ত প্রচেষ্টায় দেশের প্রতিটি চাষীর বাড়িকে এক একটি বাগান বাড়ি হিসেবে গড়ে তুলে নিজেদের পুষ্টি চাহিদা পূরণ, বাড়তি উপার্জন এবং স্বাবলম্বিতা অর্জন সহজ হয়েছে। মাওলানা নিজামীর ব্যক্তিগত অভিপ্রায়ে দেশে প্রথমবারের মতো জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযানে পৃথকভাবে ফলদ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিকে গুরুত্ব দেয়া হয়। এরপর থেকে আলাদাভাবে ফলদ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি উদযাপন করা হয়। তার দিক নির্দেশনায় বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জিলা ছাড়িয়ে উত্তরাঞ্চলের অন্যান্য জিলায়ও সম্প্রসারিত হয়েছে। দেশের কৃষি উন্নয়নে মাওলানা নিজামীর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলো হলো বিএডিসি বীজ

www.pathagar.com

উইং শক্তিশালীকরণ, মাটির গুণগত মান পরীক্ষাকরণ, কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউটের কার্যক্রম পর্যালোচনা, কৃষিবিদ-কৃষিবিজ্ঞানীদের যথাযথ পদোন্নতি এবং ব্লক সুপারভাইজার পদবী পরিবর্তন করে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার পদ চালু ইত্যাদি।

শিল্প মন্ত্রণালয়ে অবদান

২০০৩ সালে ২৫শে মে কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব থেকে মাওলানা নিজামীকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। উদ্দেশ্য ভেঙেপড়া বিপর্যস্ত রাষ্ট্রীয় শিল্পখাতকে পুনরুজ্জীবিত, গতিশীল ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা। দায়িত্ব নিয়েই মাওলানা নিজামী দেশের শিল্পক্ষেত্রে নতুন গতিসঞ্চারের প্রয়াস পান। বাংলাদেশের শিল্পখাতের সমস্যাগুলো তিনি তার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এই সমস্যা দূরিকরণকল্পে তিনি দেশব্যাপী ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের দ্রুত বিকাশের লক্ষ্যে পৃথক শিল্পনীতি প্রণয়ন করেন। এ নীতি প্রণয়নকালে বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তা ও সংগঠন, উন্নয়ন সহযোগি, সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি এবং বিশেষজ্ঞদের সাথে মতবিনিময় করেন। নতুন শিল্পনীতি অনুযায়ী ২০০৫ সালে ৩২টি শিল্পকে থ্রাস্ট সেক্টর হিসেবে চিহ্নিত করে সেগুলোর মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। দেশের সামগ্রিক শিল্পখাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে সার্বিক দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য শিল্পমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি দিক নির্দেশনা কমিটিও গঠন করা হয়। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর এ কমিটি বৈঠকে মিলিত হয়ে সরকারি ও বেসরকারি খাতে বিরাজমান সমস্যা সমাধান কল্পে বাস্তবসম্মত কর্মপন্থা ও সুপারিশমালা প্রণয়নের কাজ করতে থাকে। ২০০১-০২ অর্থ বছরে যেখানে জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ছিলো ১৫.৭৬% ভাগ, সেখানে ২০০৪-'০৫ অর্থবছরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১৬.৫৮% ভাগে। একই বছরে শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধির হার ছিলো ৬.৪৪% ভাগ যা ২০০৫ সালে এসে দাঁড়িয়েছিল ৭.৪৮% ভাগে। এ থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, তাঁর যোগ্য নেতৃত্বে দেশের শিল্পভিত্তি ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। চারদলীয় জোট সরকারের আমলে মাওলানা নিজামীর দায়িত্বাধীন শিল্পমন্ত্রণালয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যা দেশের শিল্পাঙ্গনে নতুন প্রাণ স্পন্দন সৃষ্টি করেছিল। দেশের

www.pathagar.com

মিশ্রসারের চাহিদা মেটাতে চট্টগ্রামে দৈনিক ৮০০ মেঃ টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ডাই এ্যামোনিয়াম ফসফেট ডিপিএ-১ ও ডাই এ্যামোনিয়াম ফসফেট ডিপিএ-২ নামে দুইটি নতুন সার কারখানা স্থাপন করা হয়। বিভিন্ন কর্পোরেশনের আওতায় সম্ভাবনাময় বন্ধ শিল্পসমূহ পুনরায় চালু করার ব্যাপারে মাওলানা নিজামীর দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো অত্যন্ত ইতিবাচক। তারই ঐকান্তিক ইচ্ছা ও বলিষ্ঠ প্রয়াসে কর্ণফুলী পেপার মিলের বন্ধকৃত কস্টিক ক্লোরিন প্লান্ট, খুলনা হার্ডবোর্ড মিল এবং রংপুর সুগার মিল পুনরায় চালু করা সম্ভব হয়। ফলে এ ২টি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানই লাভজনক অবস্থায় পরিচালিত হয়। এই লাভ ধরে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন দীর্ঘ ১০ বছরের মধ্যে ২০০৫-০৬ আখ মাড়াই মওসুমে মাওলানা নিজামী মন্ত্রী থাকাকালে প্রথম বারের মতো ৭০ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়। ঢাকা মহানগরীর পরিবেশ উন্নয়নের জন্য হাজারীবাগে অবস্থিত ট্যানারি শিল্পকে সাভারে নতুন স্থাপিত চামড়া শিল্পনগরীতে স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এছাড়া ফার্মাসিউটিকেল ইন্ডাস্ট্রি, প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রি ও অটোমোবাইল ওয়ার্কশপের জন্য প্রথম শিল্পনগরী গড়ে তোলার কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। মাওলানা নিজামীর দায়িত্বাধীন শিল্পমন্ত্রণালয়ের আরও কিছু উল্লেখযোগ্য অর্জন হলো বিসিকের মাধ্যমে ১ লাখ ৩২ হাজার ৩৭৫ জন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে রফতানি আয় বৃদ্ধি, বিএসটিআইএর আধুনিকায়ন, ফুড ফর্টিফিকেশন এলায়েন্স গঠন, ন্যাশনাল এক্রিডিটেশন এবো গঠন ইত্যাদি। এ দু'টো মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালনকালে কখনও কোন অন্যায়, অসৎ কাজ করেছেন এমন কথা কেউ কখনো বলতে পারেন নি।

মাওলানা নিজামীর নির্বাচনী এলাকার উন্নয়ন

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের নানামুখী ব্যস্ততার পরও মাওলানা নিজামী তাঁর নিজ এলাকা সাঁথিয়া-বেড়া থেকে এতটুকু বিমুখ হননি। সাঁথিয়া-বেড়াবাসীর নন্দিত নেতা তিনি। সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পরই সাঁথিয়া-বেড়ার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের দিকে তিনি নজর দেন। জোট সরকারের আমলে তিনি ১৮৫ কি: মি: সড়ক পাকা করেছেন। পৌরসভার প্রায় প্রতিটি রাস্তাই সংস্কার ও উন্নয়নের ছোঁয়া পেয়েছে। আজ সাঁথিয়া-বেড়া

www.pathagar.com

কোন অনুন্নত এলাকার নাম নয়, একটি সম্ভাবনার নাম। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সাঁথিয়া-বেড়া অঞ্চলের ১০টি মাদরাসার এমপিও ভুক্তি বাতিল করা হয়। জোট সরকার ক্ষমতা নেয়ার পরপরই তা পুনর্বহাল করা হয়। তাঁর প্রত্যক্ষ আনুকূল্যে এখানকার বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়নের সোপান খোঁজে পায়। শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা উন্নয়নই নয়, ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তোলার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচিতেও মনোনিবেশ করেন। এর মধ্যে কৃতী ছাত্রদের সংবর্ধনা, পুরস্কার প্রদান, বৃত্তি প্রদান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি প্রদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বেড়াকে যমুনা নদীর ভাঙ্গন থেকে রক্ষার জন্য তার আন্তরিক প্রয়াস সবার প্রশংসা অর্জন করেছে। বেড়া পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে যমুনার পশ্চিম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে। সে কাজে ব্যয় নিরুপণ করা হয়েছে ২৫০,০০,০০,০০০ (দুইশত পঞ্চাশ কোটি) টাকা। ফলে কৃষকরা আগে যেখানে বছরে একটি মাত্র মওসুমে ফসল পেত, সেখানে এখন তিনটি ফসল ফলানো সম্ভব হবে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বন্যার সময় নিজ এলাকা সহ সারা দেশের অসহায় মানুষ তাঁকে যেভাবে কাছে পেয়েছে তাতে তিনি তাদের নিকট একান্ত প্রিয় এবং দরদী নেতা হিসেবে পরিণত হয়েছেন। জীবনের ঝুঁকি অগ্রাহ্য করে তিনি নিজে ঘুরে ঘুরে দেখেছেন বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো ও সিডর উপদ্রুত এলাকায় জনগণের করুণ অবস্থা। তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন তিনি। তাদের মাঝে বিতরণ করেছেন চাল, ডালসহ খাদ্যদ্রব্য, পরিধেয় বস্ত্রাদি এবং জীবন রক্ষাকারী ঔষধপত্র। আমি দেখেছি দেশের যে কোন প্রান্ত থেকে দলমত-ধর্ম নির্বিশেষে যারাই যে সমস্যা নিয়ে তার কাছে এসেছেন, একজন জাতীয় দরদী নেতা হিসেবে তিনি আন্তরিকতার সাথে তাদেরকে সেবা দানের চেষ্টা করেছেন।

লিখক মাওলানা নিজামী

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী সংগঠনের দায়িত্ব পালন ও রাজনৈতিক ব্যস্ততার মাঝেও ইসলামী সাহিত্য ও গবেষণায় মৌলিক চিন্তার আলোকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। এক সময় তিনি দৈনিক আজাদ, সংবাদের খেলাঘর, ইত্তেফাকের কচি-কাঁচার আসরে নিয়মিত লিখতেন। দৈনিক মিল্লাতের কিশোর কাফেলায় তাঁর লেখা ছাপা হতো। দৈনিক সংগ্রামেও তাঁর

www.pathagar.com

মননশীল বহু লিখা ছাপা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। তাঁর সৃজনশীল ও গবেষণাধর্মী এবং তথ্যসমৃদ্ধ লেখা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছাত্রজীবনেই তিনি একজন লেখক ও ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। ছাত্রজীবন শেষে রাজনৈতিক ও ইসলামী আন্দোলনের বিভিন্ন ব্যস্ততায় জড়িয়ে পড়েও তিনি বিভিন্ন বিষয়ের ওপর গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক রচনা করেন। এ পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা তেতাল্লিশ।

১. কুরআনের আলোকে মু'মিনের জীবন
২. ইসলামী সমাজ বিপ্লব
৩. ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন
৪. দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব
৫. ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ
৬. ইসলামী আন্দোলন : সমস্যা ও সম্ভাবনা
৭. কুরআন : রমযান তাক্বওয়া
৮. ইসলামী আন্দোলন : চ্যালেঞ্জ ও মোকাবেলা
৯. গণতন্ত্র, গণবিপ্লব ও ইসলামী আন্দোলন
১০. আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়
১১. জাতীয় সংসদে বক্তৃতামালা
১২. আল-কুরআনের পরিচয়
১৩. রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে
১৪. পঞ্চম জাতীয় সংসদে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর আটটি ভাষণ
১৫. ইসলামী আন্দোলনের পথ ও পাথেয়
১৬. এক পরাশক্তির অন্যায় যুদ্ধ আতঙ্কিত করেছে বিশ্বের মানুষকে
১৭. রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্ম বনাম ধর্মভিত্তিক রাজনীতি
১৮. ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটের উপর ভাষণ
১৯. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কে উলামায়ে কিরামকে সচেতন থাকতে হবে
২০. ৮ম জাতীয় সংসদের ৪টি ভাষণ

www.pathagar.com

২১. ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর কাজ

২২. মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব

২৩. নারী সমাজে দাওয়াত ও সংগঠন সম্প্রসারণের উপায়

২৪. বক্তৃতামালা

২৫. ইসলাম ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ

২৬. ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে আমীরে জামায়াতের ভাষণ

২৭. ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটের উপর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর ভাষণ

২৮. ৮ম জাতীয় সংসদের চতুর্দশ অধিবেশনে আমীরে জামায়াত

২৯. ঢাকা অঞ্চলের প্রতিনিধি সম্মেলনে ভাষণ

৩০. ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের বাজেট বক্তব্য

৩১. দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে উলামায়ে কিরামদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে

৩২. প্রসঙ্গ ঃ জঙ্গীবাদ, বোমা হামলা ও ইসলাম

৩৩. বোমা হামলাকারীরা দেশ, গণতন্ত্র ও ইসলামের শত্রু

৩৪. পল্টনে ঐতিহাসিক মহাসমাবেশের ভাষণ

৩৫. ইসলামী ঐক্য ও আমাদের করণীয়

৩৬. ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র! উলামায়ে কিরামের বলিষ্ঠ ভূমিকা

৩৭. ৮ম কেন্দ্রীয় রুকন সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ (বাংলা, ইংরেজি ও আরবী)

৩৮. পেশাজীবী সমাবেশের ভাষণ ও এটিএন বাংলার সাথে সাক্ষাৎকার

৩৯. ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদ

৪০. একটি ইসলামী দলের সাথে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের চুক্তি : ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারের কূটকৌশল

৪১. রাসূলুল্লাহর (সা.) মক্কার জীবন

৪২. মহররমের শিক্ষা

৪৩. মিডিয়ার মুখোমুখি।

www.pathagar.com

মুসলিম উম্মাহর খেদমতে মাওলানা নিজামী

বর্তমান মুসলিম বিশ্বে নেতৃত্বের যে শূন্যতা চলছে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী কর্তৃক পার্লামেন্টের ভেতরে ও বাইরে বক্তব্য এবং তার লেখনী কিছুটা হলেও তা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে।

মুসলিম উম্মাহর ঐক্য, সংহতি ও অগ্রগতির লক্ষ্যে বিশ্বের প্রায় ২৫টি দেশের উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ও আলেমদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। তিনি সৌদি আরব, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালী, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, আরব আমিরাত, কাতার, ওমান, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, গ্রীস, সিংগাপুর, চীন, তুরস্ক, নেপাল ও ফিলিপাইনসহ বিভিন্ন দেশ সফর করেন এবং সে সব দেশের জাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করেন। সৌদী আরবের রাবেতাত আল ইসলামী সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ইসলামী সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলন ও সেমিনারে যোগদান করে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর উন্নয়ন ও অগ্রগতির উপর মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন। উল্লেখ্য যে তিনি রাবেতাত আল ইসলামী কর্তৃক পরিচালিত "ইসলামী সংগঠনসমূহের সমন্বয়ক কমিটির" একজন সম্মানীত সদস্য।

পারিবারিক জীবন

১৯৭৪ সালে ১৬ সেপ্টেম্বর মাওলানা নিজামী ঝিনাইদহে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে বেগম শামসুন্নাহারকে বিবাহ করেন। বেগম শামসুন্নাহার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্ভিদ বিজ্ঞানে এম. এস. সি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ছাত্রী জীবন থেকেই ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত আছেন এবং ছাত্রী ও মহিলা অঙ্গনে ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম একজন পুরোধা।

উল্লেখ্য যে বেগম নিজামী যখন ৮ম শ্রেণীর ছাত্রী তখন তাঁর পৈতৃক এলাকা ঝিনাইদহ জেলায় জামায়াতের প্রথম মহিলা রোকন মুহতারেমা হাসিনা মিহিরের কাছে ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত লাভ করেন এবং ইসলামী আন্দোলনের পথে কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ হন।

www.pathagar.com

বর্তমানে তিনি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের মহিলা বিভাগের সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ইসলামিক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষা। মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ও বেগম নিজামীর চার ছেলে ও দুই মেয়ে।

উপসংহার

মাওলানা নিজামীর জীবনের ছোট বড় অনেক ঘটনা আমার জানা আছে যা তাঁর সততা ও আন্তরিকতা এবং বিভিন্ন চারিত্রিক গুণাবলীকে ফুটিয়ে তুলে। এসব ঘটনা এই ছোট কলেবরে লিখা সম্ভব নয়।

আমরা পায়ে হেঁটে অফিসে যেতাম। উল্লেখ্য যে, অফিস থেকে গাড়ি দেওয়ার পর তিনি গাড়িতে যখন যেতেন তখন পথের মাঝে আমাদের কাউকে দেখলেই গাড়ি থামিয়ে তাঁর গাড়িতে তুলে নিতেন।

আমি দেখেছি তিনি নিজে বাজারে গিয়ে বাজার করতেন। তাঁর লেনদেন, তাঁর চাল-চলনসহ প্রতিটি ছোট-বড় কাজেই তাঁর সততা ও আন্তরিকতা ফুটে উঠতো।

একবার এক ঈদের দিন তাঁর মন্ত্রণালয়ের বাসভবনে এক অনুষ্ঠানে আমার উপর অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব পড়ে। তিনি প্রধান অতিথির ভাষণে বলেন, "আল্লাহ তায়ালার কাছে আখিরাতে একজন পিয়নও আমীরের চেয়ে বেশি মর্যাদাবান হতে পারে যদি পিয়ন আমীরের চেয়েও বেশি হক পথে চলে এবং আল্লাহর হুকুম মোতাবেক জীবন জীবিকা নির্বাহ করে। আল্লাহ তায়ালার কাছে সে ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাবান যে আল্লাহর হুকুম পরিপূর্ণভাবে এ দুনিয়ায় মেনে চলে।"

মিতভাষী, বিনয়ী, ধৈর্যশীল মাওলানা নিজামী ব্যক্তি জীবনে যেমন অমায়িক, ব্যবহারিক জীবনেও তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো উজ্জ্বল ভাস্বর হয়ে ফুঠে ওঠে। সততা, আমানতদারী, নিষ্ঠা, ধৈর্য তাঁর জীবনের প্রতিটি স্তরে যেন এক একটি উজ্জ্বল ধ্রুবতারার মতো দেদীপ্যমান।

– ঃ সমাপ্ত ঃ –

www.pathagar.com

www.pathagar.com

লিখকের অন্যান্য বই

১. বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনে অগ্রপথিক যারা
২. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য
৩. পর্দা প্রগতির সোপান
৪. সন্তানের চরিত্র গঠনে পরিবার ও পরিবেশ
৫. স্মৃতির পাতায় জননেতা আব্বাস আলী খান
৬. টেমস নদীর তীরে
৭. কলকাতায় ১০দিন